# বৈষম্যমূলক শিক্ষা

সত্য কঠিন হইলেও মাঝে মধ্যে উচ্চারণ করিতে হয় সর্বসমক্ষে। প্রধান উপদেষ্টা দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক ও পেশাজীবী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সত্য উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রবিবার তাহার কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালনা : স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলনের উদ্বোধনকালে তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নাই। পাশাপাশি শিক্ষাখাতে বাড়াইতে হইবে সরকারি বরাদ্দ। ভাবিতে অবাক লাগে বৈকি, যখন শুনি দেশে বর্তমানে শিক্ষার জন্য সরকারি খাতে জিডিপির মাত্র দুই শতাংশ ব্যয় করা হইয়া থাকে। সরকারি বাজেটে এই খাতে বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ ১৫ শতাংশেরও কম। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও বিনিয়োগ ব্যতিরেকে দেশে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন একরকম অসম্ভব। প্রধান উপদেষ্টা স্বয়ং মনে করেন, শিক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির বর্তমানের চাইতে দুইগুণ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আনুপাতিক হারে বাড়াইতে হইবে বাৎসরিক বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ। দেশে প্রাথমিক ও এবতেদায়ী হইতে শুরু করিয়া মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা— প্রায় সর্বত্রই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতার কোন বালাই বলিতে নাই। সকল কিছুই চলিতেছে একরকম অবাধে বা ফ্রি স্টাইলে। দলীয়করণসহ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার, ছাত্র সংগঠনগুলির লেজুড়বৃত্তির মনমানসিকতা সর্বোপরি হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ সার্বিকভাবে শিক্ষাঙ্গনকে ঠেলিয়া দিয়াছে একরকম নৈরাজ্যের মুখে। সুষ্ঠু ও সমন্বিত শিক্ষানীতিসহ শিক্ষার মান বলিতেও কিছু আর অবশিষ্ট নাই যেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পদ্ধতিতেও রহিয়াছে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য। গ্রাম ও শহরের শিক্ষা এবং এমনকি রাজধানীর সহিত দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও পার্থক্য বিরাজমান। এবংবিধ বৈষম্য এবং পার্থক্য শহর ও গ্রাম, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করিতেছে বিভাজনের। এহেন বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রকারান্তরে সমগ্র জাতিকে বিভক্ত করিয়া ফেলিতেছে। অথচ কে না স্বীকার করিবে, শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমন্বিত ও একমুখী শিক্ষা, যা একই সঙ্গে হইবে বৈষম্যহীন ও মানসম্মত। প্রকৃতই বিদ্বান, জ্ঞানী, দক্ষ ও আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক সৃষ্টিতে সুষ্ঠু ও সমন্বিত শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। মনে রাখিতে হইবে, দেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচনসহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করা মোটেও সহজসাধ্য হইবে না। বাজেট বরাদ্দ বাড়াইয়া শিক্ষা খাতে সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টা গুরুত্বারোপ করিয়াছেন এই খাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য। তাহার মতে, সামর্থ্য ও পেশাগত দক্ষতায় দুর্বলতা, কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো ও প্রথা, অবকাঠামোসহ সংস্কৃতি ও মনমানসিকতা শিক্ষা কর্মসূচিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায়। অতঃপর শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নততর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আগাইয়া আসিতে হইবে একটি একক ও সমন্বিত অবকাঠামো গড়িবার লক্ষ্যে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইবার আহ্বান জানাইয়া প্রধান উপদেষ্টা বলিয়াছেন, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিক্ষা চ্যানেলভিত্তিক অবকাঠামোটিকে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উহার মাধ্যমে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা, স্বাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীকক্ষে সম্পূরক পাঠদান, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা নির্দেশনা, সর্বোপরি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করিতে পারিবে। উহার পাশাপাশি জোর দিতে হইবে দেশের যুবক ও বয়স্কদের বুনিয়াদি ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর। প্রধান উপদেষ্টার এই সময়োচিত আহ্বানের সহিত দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই। অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াও লাভ নাই। এখনও সময় আছে দেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক সুশীল সমাজ গড়িয়া তোলার। ইহার জন্য প্রয়োজনে সকল সম্পদ, সামর্থ্য ও মেধা কাজে লাগাইতে হইবে। বাড়াইতে হইবে বিনিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ। পুরাপুরি না হইলেও আগামী বাজেটেই উহার অল্পবিস্তর প্রতিফলন দেখা যাইবে বলিয়া আমাদের